প্রথম আলো

তারিখ ..... 7 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ১ ...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্ররাজনীতির প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়া চলবে না

দেশে দলীয় ছাত্ররাজনীতি এখন সন্ত্রাসের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাস্তবতা মাথায় রেখে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্যন্ত ভর্তি হওয়া তিনটি ব্যাচের সব শিক্ষার্থীই ছাত্ররাজনীতি করবেন না মর্মে অঙ্গীকারনামা দিয়েছেন। শিক্ষা কার্যক্রমের দুই বছর যেতে না যেতেই অল্প কিছু শিক্ষার্থী সেই অঙ্গীকারনামা ভঙ্গ করে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর অনেকে ছাত্রলীগের পক্ষে রাজনীতি শুরু করেছেন। সম্প্রতি ছাত্রলীগের সমর্থক ছাত্রদের দুই পক্ষের সংঘর্ষের জের ধরে ২৯ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এটা কোনো ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত নয় তো? শিক্ষার্থীরা যেহেতু ভর্তি হওয়ার সময়ই লিখিত অঙ্গীকার করেছেন, তাই তাঁরা কোনোভাবেই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন না। এটা নিশ্চিতভাবেই শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল।

সাধারণ ছাত্রছাত্রী সন্ত্রাসনির্ভর লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে আসছে। কিন্তু প্রতিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রনেতা নামধারী মাস্তানেরা টিকে আছে ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায়। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে চলেছেন, ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে দেওয়া হবে না। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা থামাতে শেখ হাসিনা বারবার ছাত্রলীগকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু বারবার প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার পরও শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা থামেনি। বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বন্ধ রয়েছে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেকগুলো বড় কলেজ। আমরা চাই না কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সেই কাতারে শামিল হোক।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, 'আমরা এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। এর পরও কেউ বিধি ভঙ্গ করলে ডিসিপ্লিনারি কমিটি তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের এ ঘোষণাকে উদারতা হিসেবে দেখবেন এবং পরবর্তী সময়ে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন।

কুমিল্লাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। তুচ্ছ রাজনৈতিক দলাদলির কারণে কোনোভাবেই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্তিমিত হতে দেওয়া যাবে না।